জাতীয় বীমা নীতি ২০২৩

প্রথম অংশ: নীতি প্রণয়নের পটভূমি

১.১ ভূমিকা

বীমা খাতের নিয়মাতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রথমবারের মত 'জাতীয় বীমানীতি ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীমা ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত সফলতার সাথে দূর করা সম্ভব হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় সময়ের প্রয়োজনে বিশেষ করে এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী উন্নত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে বীমার ভূমিকা আরো বৃদ্ধি করার প্রয়াসে নতুন বীমা নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া ২০১৪ হতে ২০২৩ পর্যন্ত ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই নয় বছরে নতুন অনেক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নতুন অনেক সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো হতে উত্তরণের জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ স্বাস্থ্য বীমা এবং ঝুকিঁ নির্ভর বীমার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও চলমান বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে নতুন বীমা নীতি প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবী। আমরা জানি, যে দেশের বীমা খাত যত শক্তিশালী সেদেশের অর্থনীতি তত শক্তিশালী। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে, যেখানে ইন্স্যুরেন্স গ্যারান্টিকে বিবেচনায় নেয়া হয় সেখানে আমাদের দেশে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়া হয়। বীমার প্রসার ঘটানোর জন্য আমাদের দেশেও এই নীতিটি গ্রহন করা যেতে পারে। এছাড়া বীমার ক্ষেত্রে যে ভাবমূর্তি সংকট বিদ্যমান আছে তা দূর করতে এবং একই সাথে গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধিতে নতুন দিক নির্দেশনা ও কর্মকৌশল প্রয়োজন। নতুন বীমা নীতি, বীমা ক্ষেত্রকে আরো গতিশীল করে দেশের অর্থনীতির চাকাকে মজবুত এবং সচল করবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমার অবদানকে কাংঙ্খিত স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই সার্বিক বিবেচনায় এবং উজ্জল আগামীর প্রত্যাশায় নতুন বীমা নীতি করা প্রয়োজন তবে নতুন বীমা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত জরুরী।

১.২ সামগ্রিক অর্থনীতিতে বীমার অবদান ও ভবিষ্যৎ:

উন্নত দেশসমূহে বীমার পেনিট্রেশন হার অনেক বেশী। পৃথিবীর অগ্রসর ও বিকাশমান অর্থনীতির দেশসমূহ যেমন হংকংয়ে বীমার পেনিট্রেশন রেশিও ১৯.৬%, যুক্তরাষ্ট্র ১১.৭%, সিংগাপুর ৯.৩%, কানাডা ৮.১%, থাইল্যান্ড ৫.৪% ও ভারত ৪.২%। দেশের অর্থনীতিতে এই হার মাত্র দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাত সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যতটা এগিয়েছে বীমার ক্ষেত্রে ততটা হয়নি। তাই বীমা খাতের সুপরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। দেশের বীমা খাত হতে সরকারের উল্লেখযোগ্য অঙ্কের রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। বীমা শিল্পের ব্যাপক বিকাশ সম্ভব হলে এই খাত সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিনত হবে। বীমা খাতের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। এ খাতটি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও অবদান রাখছে। বীমা ব্যবসায়কে একটি আর্থ-সামাজিক সেবা-ব্যবস্থা (Service System) হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার বলয় বিস্তৃত করা। এই ক্ষেত্রে বীমাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ২০২২ সালের শেষে অনিরীক্ষিত হিসাবমতে বাংলাদেশের বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ১৬,৮১,৪৭১ মিলিয়ন টাকা, মোট সম্পদ ৬৩,৬২,৯০৫ মিলিয়ন টাকা, মোট লাইফ ফান্ড প্রায় ৩৪,৩২,৪৬২ মিলিয়ন টাকা এবং মোট বিনিয়োগ ৪৬,৪৮,৪৩১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকিং সেক্টর হতে যে সকল বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়, এর বিপরীতে বীমা কাভারেজ থাকা আবশ্যক , এই বিষয়টি নতুন বীমা নীতিতে সংযোজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক নতুন নতুন কর্মকৌশল (যেমন, ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা) বীমা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। তাই জাতীয় অর্থনীতিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে নতুন বীমা নীতি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

১.৩ বাংলাদেশের বীমা শিল্পে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ:

বীমার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে এবং আগ্রহ সৃষ্টি করতে সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাপক প্রচারণা বা সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জনমনে বীমা শিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। বিক্রয়কর্মী যারা মাঠপর্যায়ে বীমা পণ্য (Insurance Product) বিক্রয়কাজে জড়িত, তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় গ্রাহককে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়। বীমা এজেন্ট নিয়োগের আইনগত শর্ত হচ্ছে, লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হওয়ার পর লাইসেন্স প্রদান করা, কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় হচ্ছে বিধায় অদক্ষ ও তুলনামূলক কম যোগ্যতা সম্পন্ন বিক্রয়কর্মীর দ্বারা মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সেবা পাচ্ছে না। দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট -এ বীমা সম্পর্কিত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম নেই, ফলে বীমা শিক্ষার প্রসার কাংঙ্খিত মাত্রায় হয়নি। বীমা কোম্পানিসমূহের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ পদধারীদের জন্য বীমা ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যার ফলে তরুণ প্রজন্মের বীমা বিষয়ে পড়ালেখা করার কোন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে না।

- দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল ও যুগপোযোগী নয় ।
- বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুনির্দিষ্ট চাকরি বিধিমালার মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সুস্পষ্ট কর্মপরিধির অভাব ।
- পেশাগত বীমা শিক্ষা যেমন: ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করায় বীমা শিল্প উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা।
- বীমা কোম্পানিসমূহে সুশাসন এর অভাব।
- জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাকচ্যুয়ারির অভাব ।
- বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে মূলধনের অপর্যাপ্ততা।
- বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অভাব ।
- বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চ হারে ব্যবস্থাপনা ব্যয় ।
- অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানাসহ যাবতীয় সম্পত্তি পরিপূর্ণ বীমা সুবিধার আওতায় না আসায় দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক জান-মাল ও সম্পদের ক্ষতিজনিত কারণে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।
- বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশাসনের অভাব ।
- বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে নীতি ও নৈতিকতার আলোকে পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার অভাব ।
- বীমা ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্সসহ অন্যান্য পেশাগত ডিগ্রি প্রদানের অপ্রতুল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। ১.৪.৩০ বীমা শিল্পের জন্য প্রমিত আচরণবিধির অনুপস্থিতি।
- কৃষি প্রধান বাংলাদেশে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানির মত বিপর্যয়ের ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা শিল্পকে কাজে লাগানোর অধিকতর কার্যকর পরিকল্পনা না থাকা ।
- বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জীবন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর জ্ঞানের অভাব। বীমার জন্য ব্যয়িত অর্থকে পরিবারের ও ব্যবসায়ের অতিরিক্ত খরচ হিসেবে বিবেচনা করা।

১.৪ সমস্যা হতে উত্তোরণের উপায়

বীমা বীমা শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণার ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। সারা দেশে বীমার ইতিবাচক ধারণা তুলে ধরে সভা, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে। জনগণকে এই ধরণের অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করতে হবে। বীমা শিল্পে কর্মরত জনগোষ্ঠীকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ায় চলার পথে অন্যতম খাত হিসেবে বীমাকে আরো আধুনিক, যুগোপযোগী গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবে বীমা খাত। আমাদের উন্নয়নের অংশীদার বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের আর্থিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বীমা শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান বীমা নীতিতে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য বিভিন্ন সময় অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করে প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য সংশোধনীসমূহ সংযোজনের মাধ্যমে বীমা নীতি- কে একটি গতিশীল এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেয়ার প্রয়াসে নতুন বীমা নীতি প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়। লাইফ বা নন-লাইফ ফান্ডের বিপুল পরিমান অর্থ দেশ গঠনে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং ব্যাংকিং খাত হতে যে সকল বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয় এর বিপরীতে বীমা কভারেজের বিষয়টি নতুন বীমা নীতিতে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে বীমা খাতে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে আন্তরিক ভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করতে হবে।

১.৫ জাতীয় বাজেটে বীমার প্রতিফলন:

সরকারি সম্পদের বীমা করার লক্ষ্যে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠী বীমা চালুর লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরের বাজেটে বীমার জন্য কোড বরাদ্দ দিয়ে অর্থ বরাদ্দের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরকে নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন সম্পদ ও জীবনের বীমাযোগ্য স্বার্থ পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় বাজেটারি চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অংশ: প্রধান নীতি বিবরণীসমূহ

২.১ রূপকল্প (Vision):

জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২.২ মিশন (Mission):

দেশের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির শতভাগ বীমার আওতায় নিয়ে আসা।

২.৩ নতুন বীমা নীতির উদ্দেশ্য

এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ বিবেচনায় রেখে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার উপযোগী বীমা নীতি প্রয়োজন। বীমা নীতিকে যুগোপযোগী এবং বীমা ব্যবসাকে ডিজিটালাইজড করাসহ বীমা খাতের বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম প্রতিরোধ করে বীমা সেবাকে দেশের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বীমার সুফল নিশ্চিত করাই নতুন বীমা নীতির লক্ষ্য। পাশাপাশি, বীমা খাতের সুশংখল বিকাশ ও বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে বীমা সেবায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে 'Regulatory Sandbox' এর মাধ্যমে নতুন ব্যবসায়িক ধারা সৃষ্টি, নতুন বীমা পরিকল্প বা সেবা উদ্ভাবনে Insuretech/Start-up প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বীমার আওতা/পরিসর বৃদ্ধি নতুন বীমা নীতির আওতাভুক্ত। এছাড়া বীমা সুরক্ষা গ্যাপ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বীমা শিল্পের সকল অংশীজনদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ, সরকারি উদ্যোগ, গ্রাহকবান্ধব নতুন নতুন পরিকল্প প্রণয়ন, ডিজিটাল ব্যবস্থা, কার্যকর ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বীমা শিল্পের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি নতুন বীমা নীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে। সলভেন্সী মার্জিন, আধুনিক রিস্ক-বেইসড সুপারভিশন, তাকাফুল, ব্যাংকাসুরেন্স, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বীমা খাতের যথাযথ উন্নয়ন নতুন বীমা নীতির লক্ষ্য। নতুন বীমা নীতির মাধ্যমে জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করাই নতুন বীমা নীতির উদ্দেশ্য।

জাতীয় বীমা নীতি ২০২৩ এর বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (খসড়া)

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
০১	বীমা শিল্পের মানব সম্পদের উন্নয়ন করা হবে।	(ক) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমিকে একটি শক্তিশালী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর; (খ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাডেমি কর্তৃক দেশীয় উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশী চাটার্ড ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্সসহ বীমা পেশায় বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জনের সহায়তাকরণ; (গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও সমপর্যায়ের কোর্সে ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ; (ঘ) বীমা শিল্পে নির্বাহী পর্যায়ে চাকরির ক্ষেত্রে বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা থাকা বাধ্যতামূলকরণ।	(ক) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমিকে একটি শক্তিশালী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; (খ) ইন্স্যুরেন্স একাডেমিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও সমপর্যায়ের কোর্সে ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক (Risk) ম্যানেজমেন্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করে কারিকুলাম প্রণয়নে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ।	ডিসেম্বর ২০২৬	(ক) বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমিকে একটি শক্তিশালী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান। (খ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমিতে বিদ্যমান কোর্সসমূহ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সময়ে সময়ে সকল বীমাকারীকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া যে সকল কর্মকর্তা বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি হতে ডিপ্লোমা অর্জন করেছে তাদের বিশেষ ইনক্রিমেন্ট ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল বীমাকারীকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমির ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য সুপারিশমালা কর্তৃপক্ষ হতে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও সমপর্যায়ের কোর্সে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক (Risk) ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিলেবাস প্রণয়ন করে ২০১৬ সালেআর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	বীমা শিল্পে চলমান সংস্কার কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক করা।	বীমা পেনিট্রেশন-২%, বীমার ঘনত্ব-২৫ ডলার, প্রিমিয়াম আয়-৬০ হাজার কোটি টাকা অর্জনে বিভিন্ন বিষয়ে সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা।	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জনের সহায়ক গাইডলাইন জারি।	ডিসেম্বর ২০২৫	এক্ষেত্রে গাইডলাইন তৈরি করা হয়নি, তবে পেনিট্রেশন বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সভা, সেমিনার, বীমা মেলা, জাতীয় বীমা দিবস আয়োজনের মাধ্যমে বীমা শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেলে প্রিমিয়াম আয় ও পেনিট্রেশন বৃদ্ধি পাবে। এটি চলমান প্রক্রিয়া।
০৩	বীমা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন-কানুন যুগোপযোগী করা হবে।	(ক) বীমা সংক্রান্ত প্রচলিত সকল আইন পর্যালোচনা; (খ) বীমা আইন, ২০১০ ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০- এর	প্রয়োজনীয় বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	ডিসেম্বর ২০২৫	(ক) ০৯ নং কর্মপরিকল্পনায় "বীমার সার্বজনীন আইনি বিস্তৃতি" তে বীমা সংক্রান্ত বিধান সংযোজনের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে বিগত ০৭ মে ২০১৮ তারিখে ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.২২.০৩২.১৮.১১২ স্মারকসূত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
		আওতায় সকল বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন; (গ) বীমা আইন ও বিধি আন্তর্জাতিক ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা।			(খ) বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে খসড়া বিধি-প্রবিধি তৈরি/সংশোধন করার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (গ) যখন কোন বিধি ও প্রবিধানমালা তৈরি করা হয় তা আন্তর্জাতিক/পার্শ্ববর্তী দেশের সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধানমালাসমূহের সাথে তুলনা করা হয়। এটি চলমান প্রক্রিয়া।
০৪	সকল বীমা কোম্পানির সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ অর্জনের সহায়ক কার্যক্রম গৃহীত হবে ।	সংশোধিত ন্যূনতম মূলধন অর্জনে বিভিন্ন বীমাকারীর বিদ্যমান ঘাটতি নির্ণয় করে তা পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ।	(ক) মূলধন অর্জনের কৌশল নির্ধারণপূর্বক ২০২৩ এর মধ্যে গাইডলাইন জারি; (খ) ২০২৩ এর মধ্যে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।		এ বিষয়ে গাইডলাইন জারির পরিবর্তে বিধিমালা জারি করা হয়েছে। বীমাকারীর মূলধন ও শেয়ার ধারণ বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান।
০৫	ইলেক্ট্রনিক ডাটা ও তথ্য প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে বীমা খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।	(ক) স্বচ্ছ হিসাব রক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমিত রিপোর্টিং টেম্পলেট প্রস্তুত, ইলেক্ট্রনিক ডাটা বিনিময় ও কম্পিউটারাইজড রিস্ক বেইজড রেগুলেটরি সিস্টেম চালুকরণ; (খ) প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ভিত্তিক অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম চালুকরণ।	(ক) টেম্পলেট ও ইলেক্ট্রনিক ডাটা বিনিময় চালুকরণ; (খ) বীমাকারীদের কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান।	ডিসেম্বর ২০২৫	BISDP এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ডাটা/তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বীমাকারীর সাথে ডাটা বিনিময় ই-মেইলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, এটুআই এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নিয়মিত ডাটা/তথ্য আপলোড করা হয়ে থাকে। বীমা খাতে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফরম (ইউএমপি) নামক একটি state-of-the art technology সমৃদ্ধ একটি প্ল্যাটফরম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে বীমা প্রিমিয়াম সংগ্রহসহ অন্যান্য কর্মকান্ড কর্তৃপক্ষ পরিবীক্ষণ করছে। এছাড়াও ই-নথির মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ভিত্তিক বিস্তারিত অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
০৬	ঝুঁকি ও তারল্যের ভিত্তিতে	বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত তহবিল	প্রবিধানমালা অনুযায়ী বীমাকারীদের	ডিসেম্বর ২০২৫	প্রবিধান প্রণীত হয়েছে এবং পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ চলমান

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
	কোম্পানী সমূহের/বীমাকারীর বিনিয়োগ কর্মকৌশল পরিবীক্ষণ করা হবে।	লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার পথ অবারিত করার উদ্দেশ্যে বীমা আইন ২০১০-এর ৪১ ধারা অনুসারে বিনিয়োগ প্রবিধানমালা প্রণয়ন।	নিকট থেকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়		
০৭	বীমা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ পর্যালোচনা।	বীমা আইন, সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ চিহ্নিত করা এবং সংশোধন প্রক্রিয়ায় বীমা বাধ্যতামূলক করা।	সরকারের নিকট সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ	ডিসেম্বর ২০২৫	মন্ত্রণালয়সমূহকে পত্র প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অনুরোধ করে বিগত ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.২২.০৩০.১৮.১১৩ নং স্মারক সূত্রে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৮	বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা সাপেক্ষে বিভিন্ন নীতি, আইন, পরিকল্পনা ইত্যাদিতে বীমার সার্বজনীন আইনি বিধান রাখার বিষয় নিশ্চিত করা হবে।	দেশে প্রণীতব্য বিভিন্ন আইন, বিধি-প্রবিধি, পরিকল্পনা, নীতি ইত্যাদিতে বীমাযোগ্য স্বার্থের উপস্থিতি পরীক্ষা করে প্রযোজ্যমত বীমা সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা।	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। (বীমা আইন সংশোধনে এটি আনতে হবে)	ডিসেম্বর ২০২৭	এ বিষয়ে বিগত ০৭ মে ২০১৮ তারিখে ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.২২.০৩২.১৮.১১২ স্মারক সূত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে।
০৯	প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।	রেটিং এজেন্সিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ।	বীমা কোম্পানিসমূহের রেটিং-এর ক্ষেত্রে রেটিং এজেন্সিসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত বীমা ব্যবসা রেটিং মানদন্ড ও ছক প্রণয়ন।	ডিসেম্বর ২০২৫	
১০	সকল ক্ষুদ্র বীমা সেবার পরিসর বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহ যারা তাদের সদস্যদের সুরক্ষার জন্য বীমা পরিকল্প বাজারজাত করবে তাদের লাইসেন্স প্রাপ্ত বীমা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি।	সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা, এতৎসংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	ডিসেম্বর ২০২৩	এফআইডি, এমআরএ ও আইডিআরএ হতে প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট্য একটি কমিটি সভা করে এ বিষয়ে কনসেপ্ট পেপারের খসড়া প্রস্তুত করেছে। কনসেপ্ট পেপারটি চূড়ান্ত হলে এফআইডি তে পত্র প্রেরণ করা হবে।
১১	একই শ্রেণীর সকল বীমাকারীর জন্য একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন ও তা যুগোপযোগীকরণে	(ক) বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুষম (Uniform) সাংগঠনিক কাঠামোর মডেল তৈরি করা; (খ) বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুরূপ চাকরি	(ক) বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুষম সাংগঠনিক কাঠামোর মডেল অনুসরণের লক্ষ্যে গাইডলাইন জারি; (খ) বীমা শিল্পে জনবলের দক্ষতা	ডিসেম্বর ২০১৮	এ বিষয়ে লাইফ ও নন-লাইফ বীমা কোম্পানির জন্য পৃথক দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক সভা আহবানের মাধ্যমে সকল বীমা কোম্পানির বিদ্যমান জনবল কাঠামো সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সকলের সাথে

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
	বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।	বিধিমালার মাধ্যমে সুস্পষ্ট কর্মপরিধি সৃষ্টি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।	পরিমাপের মানদন্ড নির্ধারণ; (গ) বিভাগীয় প্রধানসহ বিভিন্ন পদে ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিরূপণ।		আলোচনান্তে দেশে প্রচলিত কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বীমা শিল্পে ব্যবহৃত পদবীসমূহ পর্যালোচনান্তে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা হয়েছে। তবে এখনও সার্কুলার বা আদেশ হিসেবে জারি করা হয়নি। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।
১২	বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমিকে শক্তিশালীকরণ।	(ক) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জন্য পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সদস্য ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বীমা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা নিশ্চিত করা। (খ) পেশাগত বিশেষ যোগ্যতার জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তন।	(ক) নিয়োগ পরবর্তীতে দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। (খ) ACII প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। (গ) পেশাগত বিশেষ যোগ্যতা ACII, Actuarial Science সংক্রান্ত কোর্সের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।	জুন ২০২৬	(ক) কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সদস্য ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বীমা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ ও বিদেশে সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে তবে বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ আছে। (খ) ~~পেশাগত বিশেষ যোগ্যতার জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তন বিষয়ক কোন অগ্রগতি নাই।~~
১৩	সম্পদ ও দায়ের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত রেগুলেশন পর্যালোচনা করা।	সম্পদ ও দায়ের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত রেগুলেশন সময়ে সময়ে পর্যালোচনাকরণ।	(ক) রেগুলেশন পর্যালোচনা করে পরিবর্তনের প্রস্তাব; (খ) পর্যালোচনা প্রস্তাবের আলোকে সরকার কর্তৃক বিধি-প্রবিধি সংশোধন করার কার্যক্রম গ্রহণ।	ডিসেম্বর ২০২৫	বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে খসড়া তৈরি/সংশোধন করার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৪	**গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে অটোমেশন ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।**	(ক) বীমাকারীর নিজস্ব গ্রাহক অভিযোগ সেল স্থাপন, এবং (খ) সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য আইডিআরএ - এর অনুরূপ কাঠামো স্থাপন।	(ক) বীমাকারীর সাংগঠনিক কাঠামোতে অভিযোগ সেল রাখার জন্য গাইডলাইন জারী। (খ) আইডিআরএ -এর সাংগঠনিক কাঠামোতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল বা বিভাগ সৃষ্টি।	ডিসেম্বর ২০২৬	**(বাস্তবায়িত)** কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সকল বীমাকারীর অফিসে পৃথক অভিযোগ সেল গঠন করা হয়েছে। এমনকী বীমা দাবি নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষেও পৃথক অভিযোগ সেল গঠন করা হয়েছে। বীমাকারীর অভিযোগ সেল এ হটলাইন নাম্বারও যোগ করা হয়েছে।

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
১৫	পাবলিক ডিসক্লোজার (Public Disclosure) নিশ্চিতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছলতা, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মত মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সহজে ধারণা লাভের সুযোগ প্রদানের জন্য Public Disclosure -এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে, বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ধরনের তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা।	(ক) গাইডলাইন জারি; (খ) প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশ; (ঘ) সরকারের স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক -এ বীমা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা।	৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা যাচাই সাপেক্ষে জুলাই, ২০২৪	(ক) বিষয়ে গাউডলাইন জারি করা হয়নি। (খ), (গ) এবং (ঘ) বিষয়ে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছলতা, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মত মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সহজে ধারণা লাভের সুযোগ প্রদানের জন্য Public Disclosure -এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে, বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ধরনের তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ হতে গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে সেসকল বিষয়ে ইতোমধ্যে বীমাকারীগণ ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে শুনানিও হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ হতে অফসাইট মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
১৬	বীমা কোম্পানীর হিসাব মান (Accounting standard) ও আর্থিক বিবরণীসমূহের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা করা হবে।	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IFRS) অনুসরণে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত রেগুলেশন সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা।	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IFRS) অনুসরণে ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস বাংলাদেশ (ICAB)/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ -এর সাথে পরামর্শক্রমে বীমা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত মান (Standard) নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।	জুন ২০২৭	বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে খসড়া তৈরি/সংশোধন করার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৭	দেশীয় প্রয়োজন ও আন্তর্জাতিক মান বিবেচনায় নূন্যতম মূলধনের পাশাপাশি সলভেন্সি মার্জিন নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।	ক) মূলধন পর্যাপ্ততার নীতি সলভেন্সি- ১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণকরণ ও ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন ব্যবস্থা প্রবর্তন। খ) সলভেন্সি- ২ এর মতো প্রমিত মান পরীক্ষা করে এ দেশের বীমাশিল্পের উপযোগী প্রমিত মান নির্ধারণ করা।	ক) সলভেন্সি- ১ কার্যকর করার নিমিত্ত বীমা আইন, ২০১০ অনুযায়ী সলভেন্সি মার্জিন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন। খ) সলভেন্সি- ২ এর (অথবা সম-সাময়িক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন) বাস্তবায়নের জন্য পুনর্মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে গাইডলাইন জারি।	জুন ২০২৭	বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে খসড়া তৈরি/সংশোধন করার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৮	বীমা শিল্প সংশ্লিষ্টদের আচরণ	বীমাশিল্পের সংস্কারের জন্য নীতিগত	(ক) বীমা শিল্পের আচরণ বিধি প্রণয়ন	জুন ২০২৭	Code of Conduct করা যেতে পারে।

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
	বিধি এবং প্রমিত প্র্যাকটিস নির্ধারণ।	কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে বীমা শিল্পের প্রমিত আচরণ বিধি এবং প্র্যাকটিস নির্ধারণ করা।	এবং প্রমিত প্র্যাকটিস বুকলেট আকারে প্রকাশ ও প্রচার; (খ) বীমাকারী কর্তৃক তা পরিপালন নিশ্চিতকরণ।		
১৯	জীবন বীমার প্রিমিয়াম পর্যালোচনা।	জীবন বীমার প্রিমিয়াম সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়ন।	জীবন বীমার প্রিমিয়াম পর্যালোচনা করে প্রিমিয়াম নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	জুন ২০২৫	এ বিষয়ে প্রোডাক্টসমূহের তালিকা সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদনে তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রোডাক্ট এর প্রিমিয়াম পর্যালোচনা করার জন্য একচ্যুয়ারির সহযোগিতা প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশে একচ্যুয়ারির সংকট রয়েছে সুতরাং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হবে।
২০	ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন প্রাপ্যতার পুনঃবীমাকারী চিহ্নিত করা।	ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন প্রাপ্যতার পুনঃবীমাকারী চিহ্নিতকরণে সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনাকরণ।	প্রয়োজনীয় গাইডলাইন জারি। (প্রবিধান যাচাই করে ড্রপ)	জুন ২০২৫	এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নাই।
২১	ইসলামী বীমা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শরীয়াহ্ ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।	ইসলামী বীমার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন।	শরীয়াহ্ ভিত্তিক বীমা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন।	জুন ২০২৫	বিআইএসডি প্রজেক্টের মাধ্যমে খসড়া তৈরি/সংশোধন করার পর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২২	ব্রোকার/ সার্ভেয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের মানদন্ডের ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা।	উপযুক্ত বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। (ক) ব্রোকার লাইসেন্স বিধিমালা খসড়া প্রণয়ন করা। (খ) সার্ভেয়ার লাইসেন্স বিধিমালা প্রণয়ন করা।	জুন ২০২৫	এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি একটি প্রস্তাবের খসড়া বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। বিগত ১৬/০৮/১৮ তারিখে ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.২২.০৫৩.১৮ নং স্মারকসূত্রে পত্র এবং বিগত ১৬/০৯/২০১৮ তারিখে ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.২২.০৫৩.১৮-১৮৯ নং স্মারকসূত্রে বিআইএ কে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন প্রস্তাবনা পাওয়া যায়নি।
২৩	দেশীয় পুনঃবীমা বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	স্বতন্ত্র পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় পুনঃবীমা বাজার সম্প্রসারণ এবং পুনঃবীমা প্রিমিয়ামের বহিঃপ্রবাহ (Outflow) হ্রাস করা।	(ক) বীমা আইনে পুনঃবীমা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান সংযোজন। (খ) পুনঃবীমা বিধি প্রণয়ন। (গ) প্রয়োজনীয় মূলধন ও জনবল যোগান। (ঘ) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর	জুন ২০২৭	এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নাই।

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
			সম্ভাব্যতা যাচাই।		
২৪	বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত হবে।	(ক) বীমার উপকারিতার বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি; (খ) গতানুগতিক রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি মোবাইল ফোন ইন্টারনেট এর মতো সামাজিক বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করা; (গ) উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।	(ক) বীমার উপকারিতার বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণকরত বাস্তবায়ন; (খ) ব্যাপক শিক্ষামূলক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রোগ্রাম, রেডিও, টেলিভিশন এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (গ) প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী যেমন TVC তৈরি ও সেমিনার করা, বীমা মেলা।	ডিসেম্বর ২০২৩	**(চলমান)** জাতীয় পর্যায় হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় বীমা দিবস, বীমা মেলা, সরকার আয়োজিত বিবিধ মেলায় অংশগ্রহণ, চেক বিতরণ, সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, বিলবোর্ড স্থাপন, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, টিভিসি প্রদর্শন, প্রচলিত গণমাধ্যম ব্যবহারের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার (ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার), অভিযোগ দাখিলের জন্য কর্তৃপক্ষের ঠিকানা বীমাপত্রসহ প্রতিটি বীমাকারীরর শাখা কার্যালয়ের সামনে বিলবোর্ড/সাইনবোর্ডে প্রদর্শন, বার্ষিক প্রতিবদন/স্যুভেনির/লিফলেট/স্টিকার/ক্যালেন্ডার/এক নজরে বীমা শিল্প সংক্রান্ত লিফলেট প্রভৃতি প্রকাশের মাধ্যমে বীমার উপকারিতার বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিতরণসহ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া
২৫	বীমার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থনীতির খাতসমূহের ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের উদ্যোগ সহযোগিতা করা হবে।	বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Consumer Literacy Initiative কর্মসূচী গ্রহণ।	(ক) গাইডলাইন জারি; (খ) প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশ।	জানুয়ারি ২০২৪	**(বাস্তবায়িত)** গাইডলাইন জারি না করা হলেও প্রয়োজনীয় মনিটরিং করা হয়েছে এবং সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বীমা শিক্ষা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।
২৬	শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।	(ক) বিশেষ খাত যেমন পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমার প্রসার ঘটানো এবং প্রবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান; (খ) শ্রম নীতি ও আইনের মাধ্যমে সকল শ্রমিকের বীমা নিশ্চিতকরণ;	(ক) বিশেষ খাত (যেমন পোশাক শিল্প) এবং প্রবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরির কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; (খ) শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা আহ্বান, নীতিমালা প্রনয়ন, বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;	জুন ২০২৫	**প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী বীমা নীতি ২০১৯ চালু হয়েছে।**

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
			শ্রম আইন পর্যালোচনাপূর্বক শ্রমিকের বীমা নিশ্চিতকরণ বাস্তবায়ন।		
২৭	গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে বীমা পলিসি যুগোপযোগী এবং বহুমুখীকরণে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।	(ক) অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও অনুন্নত সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জন্য পেশা বা ব্যবসায় ভিত্তিক পণ্য (Product) বহুমুখীকরণ; (খ) অর্জনপ্রিয় ও অপ্রচলিত জীবন বীমা স্কিম চিহ্নিত এবং বাতিল করা।	(ক) পণ্য বহুমুখীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ; (খ) চালু স্কিমসহ প্রতি পাঁচ বা দশ বছরে পর্যালোচনা করা; (গ) অর্জনপ্রিয় ও অপ্রচলিত বীমা চিহ্নিত এবং বাতিলের নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন।	ডিসেম্বর ২০২৭	বীমা কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সভা সেমিনারে বীমা পরিকল্প বহুমুখীকরণের জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে যার ফলে জীবন বীমা শিল্পে টার্মস ইন্স্যুরেন্সসহ বিভিন্ন নতুন নতুন বীমা পরিকল্প কোম্পানিগুলো নিয়ে আসছে। এছাড়াও প্রবাসী বীমা চালু করা হয়েছে। নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে শস্য বীমা, লাইভস্টক ইন্স্যুরেন্স, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বীমা, শিক্ষা বীমাসহ নতুন নতুন বীমা পরিকল্পের বিষয়ে কাজ হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
২৮	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ বীমা প্রাতিষ্ঠানিকী করণ।	দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের সময় গ্রুপ বীমা প্রচলনের বাধ্যবাধকতা আনয়নের পর্যায়ক্রমিক আইনি ও বিধিগত প্রচেষ্টা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।	(ক) বিভিন্ন পরিকল্প উদ্ভাবন ও চালুর জন্য বীমাকারীকে উৎসাহ প্রদান। (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রুপ বীমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।	জুন ২০২৭	কার্যক্রম চলমান আছে।
২৯	বীমা বিপনন ব্যবস্থা বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করা হবে।	Bancassurance ব্যবস্থা চালু, অনলাইন বীমা বিক্রয়, ই-কমার্স ইত্যাদি নানাবিধ বিষযে চ্যানেল চালু করা।	ক) প্রচলিত এজেন্ট এর পাশাপাশি অন্যান্য নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়ন; খ) প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্ট নিয়োগ ও গ) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।	জুন ২০২৭	ক) বাংলাদেশ ব্যাংক Bancassurance বিষয়ে নীতিমালা নিয়ে কাজ করছে যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খ) অনলাইনে লাইফ ও নন-লাইফ বীমা পলিসি বিক্রয় করা হচ্ছে।
৩০	বহির্বিশ্বে দেশীয় বীমাকারীর সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশে প্রবাসীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীমা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও কাঠামোগত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম করা।	ক) আইন/বিধি-বিধান প্রণয়ন/কাঠামো তৈরী খ) বীমাকারীদের বিদেশে শাখা খোলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	জুন ২০২৭	বর্তমানে বাংলাদেশি বীমা কোম্পানির বিদেশে শাখা খোলার মত সক্ষমতা এখনও হয়নি। তবে প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী বীমা নীতিমালা প্রবর্তন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ইতোমধ্যে বীমা চালু হয়েছে।
৩১	বীমা শিল্পে নারীর কর্মসংস্থান	(ক) নারীর স্বাস্থ্য ও জীবনকেন্দ্রিক স্বল্প	(ক) বিভিন্ন গাইডলাইন জারি ও বাস্তবায়ন	জুন ২০২৬	ইতোমধ্যে নারীদের জন্য বিভিন্ন বীমা পরিকল্প চালু করা

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
	এবং নারীবান্ধব প্রোডাক্ট উদ্ভাবন এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।	প্রিমিয়ামভিত্তিক বীমা প্রোডাক্ট উদ্ভাবন। যেমন, নারীর জন্য সঞ্চয় বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, গ্রুপ বীমা ইত্যাদি। (খ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক শর্তাদি (যেমন- গর্ভধারণ ধারা) বিরোপকরণ। (গ) বীমা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানকে গুরত্ব প্রদান। (ঘ) মাতৃত্ব (Maternity) বীমা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	নিশ্চিতকরণ। (খ) বীমা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা		হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
৩২	বৃহৎ ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।	সন্ত্রাস, বন্যা, ঘর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় 'রিস্ক পুলিং সিস্টেম' প্রবর্তন।	দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'রিস্ক পুল' গঠনের লক্ষ্যে উপযুক্ত বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	ডিসেম্বর ২০২৭	এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নাই।
৩৩	দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা।	(ক) গ্রামীণ ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেসরকারি বীমা কোম্পানির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; (খ) দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রিমিয়াম সম্বলিত বীমা পলিসি তৈরির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ও সরকার কর্তৃক কোম্পানিসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ; (গ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় গোষ্ঠী ক্ষুদ্র বীমার ব্যবহার;	(ক) দেশী/বিদেশী বীমা পরিকল্প গ্রহণ (খ) ওয়ার্কশপ/সেমিনার করা	ডিসেম্বর ২০২৭	কার্যক্রম চলমান আছে
৩৪	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বীমা কর্মসূচী চালু করা হবে।	(ক) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বীমা কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাজনিত কারণ, অসুস্থতা, মাতৃত্বজনিত কারণ, কর্মহীনতা ইত্যাদি দৈবঘটনা মোকাবেলার জন্য বীমার প্রবর্তন।	(ক) গ্রামীণ ও সামাজিক খাতে বীমাকারীর দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা বাস্তবায়ন; (খ) "সামাজিক" বীমা প্রবর্তনের লক্ষ্যে গবেষণা করা;	জুন ২০২৭	এ বিষয়ে প্রবিধানে উল্লেখ আছে।

ক্রঃ নঃ	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী	বাস্তবায়নের জন্য পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা	বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি
		(খ) বার্ধক্য ভাতা বীমা ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা; (গ) বেসরকারি খাতে কর্মরত মালিক ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বেকারত্ব বীমা প্রবর্তন।	(গ) গাইডলাইন তৈরি করা।		
৩৫	কর্পোরেট গর্ভন্যান্স গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।	বীমা কোম্পানিগুলোর সুশাসন নিশ্চিতকর করার জন্য কর্পোরেট গর্ভন্যান্স গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।	বীমা কোম্পানিগুলোর সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য কর্পোরেট গর্ভন্যান্স গাইডলাইন জারি করা হবে।	জুন ২০২৪	চলমান
৩৬	Regulatory Sandbox গাইডলাইন প্রণয়ন	বীমা কোম্পানিগুলোর এর মাধ্যমে নতুন ব্যবসায়িক ধারা সৃষ্টি, নতুন বীমা পরিকল্প বা সেবা উদ্ভাবনে'Regulatory Sandbox' গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।	বীমা কোম্পানিগুলোর নতুন বীমা পরিকল্প উদ্ভাবনে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বীমার আওতা/পরিসর বৃদ্ধির জন্য Insuretech/Start-up গাইড জারি করা হবে।	ডিসেম্বর ২০২৩	চলমান